সংবাদ

তারিখ ... 30 DEC 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

গাইবান্ধার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন ব্যর্থ

❑ অব্যাহত শিক্ষাদানের অভাবে জলে গেছে সাড়ে ১২ কোটি টাকা ॥ নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণার পাঁয়তারা

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নামে প্রতারণার কারণে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা গচ্চা গেলেও গাইবান্ধা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা যায়নি। অব্যাহত শিক্ষাদানের কাজে ভাটা পড়ায় এ কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে গেছে। তবুও গাইবান্ধা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ৮ সদস্যের একটি টিমের তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে গাইবান্ধা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে গৃহীত অব্যাহত শিক্ষাদান (সাক্ষরোত্তর) কর্মসূচির নামে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সর্বশেষে পৌনে ২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠলেও এখনও কোন প্রতিকার মেলেনি। কেবলমাত্র কাগজে-কলমে এ কর্মসূচি গত ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত চালু দেখানো হলেও ওই সময় কোথাও তা বাস্তবায়নের নজির খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এ নিয়ে অভিযোগ উঠলে কোথাও কোথাও তা গত মে থেকে জুন পর্যন্ত কেবলমাত্র কাগজে কলমে চালু দেখানো হয়। তার আগে এ খাতে ৯ কোটির বেশি টাকা খরচ হয়েছে।

সাবেক সরকারের আমলে গাইবান্ধায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচির আওতায় ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মোট ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৩শ' ৬০ জন নিরক্ষর লোককে অক্ষরজ্ঞান দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিকশিত গাইবান্ধা ব্যানারে এই কর্মসূচিকে সফর করে তোলার জন্য ১৩ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। ৯ মাসমেয়াদি এ কর্মসূচির মধ্যে সাক্ষরতা পর্বে ৬ মাস এবং সাক্ষরোত্তর পর্বে ৩ মাসব্যাপী মূল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৯ সালের ২৯শে মে শিক্ষিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের এ কর্মসূচি শেষ হয়। এ পর্যায়ে ১৫ হাজার ১শ' ২৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪ লাখ ৪১ হাজার ৯শ' ৭০ জন নিরক্ষর লোকের সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়। ২০০১ সালের ১৫ই মে পর্যন্ত জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন খাতে প্রথম পর্যায়ের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় হয় প্রায় ৯ কোটি ৩৪ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

কর্মসূচি মোতাবেক এ ৬ মাসের কোর্সসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অব্যাহত শিক্ষা (সাক্ষরোত্তর) কর্মসূচি শুরুর কথা। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ভ্রান্তনীতির কারণে ৩ মাসের সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি শুরু করতে সময় লেগে যায় ২ বছরের বেশি। এতে যেসব নিরক্ষর লোক সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল তারা দীর্ঘ বিরতির ফলে সব কিছুই ভুলে যায়। এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনও ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। গত ১লা ফেব্রুয়ারিতে এই কোর্স চালু দেখানো হলেও ৩ মাসব্যাপী কর্মসূচির জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ (খাতা, কলম ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে গত মার্চের প্রথম সপ্তাহে। অভিযোগ করা হয়েছে, অধিকাংশ কেন্দ্রে বই, খাতা, কলম বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি। সরবরাহ করা হয়নি শিক্ষার্থীদের বসার চট, হ্যারিকেন ও জ্বালানি। সব কিছুতেই চলে ফাঁকিবাজি। অথচ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাগজে কলমে ব্যয় বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৭৮ লাখ ২৩ হাজার ৫৬ টাকা। এ পর্যায়ে ২ হাজার ৯শ' ১৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন প্রায় ৪ লাখ ৪২ হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করার কথা। কিন্তু এ পর্যায়ে কোথাও কোন লেখাপড়া হয়নি। শিক্ষকরাও ভাতা পাননি।

স্থানীয় সাংবাদিকরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই কার্যক্রম সরজমিনে দেখতে গিয়ে অধিকাংশ কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক কাউকেও খুঁজে পাননি। দু'একটি কেন্দ্র চালু থাকতে দেখা গেলেও সেখানে ৩/৪ জনের বেশি শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। অথচ একটি ক্লাসে ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা। এসব কেন্দ্রে উপকরণ সরবরাহ নিয়েও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঠিকাদারের কাছ থেকে কম উপকরণ সরবরাহ নিয়ে টেন্ডার চাহিদা মোতাবেক পুরো ব্যয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে যেসব উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে তারও একটি মোটা অংশ ছাত্রছাত্রী না থাকায় কালো বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিতোষ চন্দ্র দাস একটি অভিযোগ পেয়ে কামারপাড়া বাজারে গিয়ে ৩শ' ৮ পিস খাতাসহ দোকানদার আবদুর রশিদকে গ্রেফতার করেছেন।

এদিকে নিরক্ষরমুক্ত আন্দোলন সফল না হওয়ায় জেলার সর্বত্র এখনও সরকারি-বেসরকারি অফিসে নানা কাজে 'টিপ সহি' পদ্ধতি চালু রয়েছে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, হঠকারিতা এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ শুধু ব্যর্থই হয়নি, অব্যাহত শিক্ষাদানের অভাবে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে গেছে। কিন্তু তারপরও গাইবান্ধা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার পাঁয়তারা চলছে।